মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় পুলিশ লাইনসের ড্রিল শেডে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত সদস্যরা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ), মেহেরপুরসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিটের সদস্য এবং সিভিল স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শুরু জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলার ৪৭৪টি কেন্দ্রে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী মোট ৭৫ হাজার ৬১৫ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

রোববার সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম. আবু সাঈদ, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আনজুমান আরা এবং মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।

সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পেইনের আওতায় ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৯ হাজার ৬১৬ জন এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৬৫ হাজার ৯৯৯ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

উপজেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, সদর উপজেলার ১২১টি কেন্দ্রে ২১ হাজার ১৩৬ জন, গাংনী উপজেলার ২১৭টি কেন্দ্রে ৪০ হাজার ৮০০ জন, মুজিবনগর উপজেলার ৯৭টি কেন্দ্রে ৯ হাজার ২০০ জন এবং মেহেরপুর পৌরসভার ৩৯টি কেন্দ্রে ৪ হাজার ৪৭৯ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি সুরক্ষা এবং অপুষ্টিজনিত ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই নির্ধারিত বয়সী সব শিশুকে নিকটস্থ কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গাংনী সীমান্তে রাস্তার কাজে বিএসএফের বাধা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে হেরিংবোন রাস্তার নির্মাণকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে কাজীপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ৭ এস এলাকার আট কবর যাওয়ার সড়কে হেরিংবোন রাস্তার কাজ চলাকালে ভারতের নদীয়া জেলার গান্ধীনা বিএসএফ ক্যাম্পের তিন সদস্য এসে কাজে বাধা দেন বলে অভিযোগ করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, কাজীপুর বিজিবি

ক্যাম্প থেকে সীমান্তের আট কবর পর্যন্ত মাটির রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য পরিবহন এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে দীর্ঘদিন ধরে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জেলা পরিষদের অর্থায়নে রাস্তাটি হেরিংবোন করা হচ্ছে। কিন্তু কাজ চলাকালে বিএসএফের কয়েকজন সদস্য এসে বাধা প্রদান করেন।

কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় যতবার এই রাস্তা হেরিংবোন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ততবারই বিএসএফ বাধা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আট কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাই ওই সড়কটি উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এ বিষয়ে কাজীপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বলেন, বিএসএফের বাধা দেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই।

অন্যদিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি (এসইউপি, পিএসসি, জি) বলেন, সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তিনি জানান, হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানোর কার্যক্রম চলছে। তবে রাস্তা নির্মাণকাজে বিএসএফ বাধা দিয়েছে এ অভিযোগ সঠিক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মেহেরপুরে যুব উদ্যোক্তা উন্নয়নে কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত

দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে তরুণদের চাকরিপ্রত্যাশী নয়, বরং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিটি বেজড অ্যাক্টিভেশন সভা।

রোববার (২৮ জুন) জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত ‘ইউথ গ্রিন এন্ট্রেপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট’ এর আওতায় এ সভার আয়োজন করা হয়।

আয়োজকরা জানান, এক বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫০ জন তরুণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েভ ফাউন্ডেশন দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ সদর ও মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ৫১০ জন তরুণকে সবুজ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সভায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রকল্প কর্মকর্তা মাহবুব হোসাইন আবির।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এ.জে.এম. সিরাজুম মুনির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক, মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক এস.এম. রফিকুল আলম, অক্সফোর্ড কিন্ডারগার্টেনের পরিচালক জানে আলম এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার ইলিয়াস হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ.জে.এম. সিরাজুম মুনির বলেন, “আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানুষ। এই জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।”

ইয়াদুল মোমিন বলেন, “দেশে লাখ লাখ বেকারের সবাইকে সরকারের একার পক্ষে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তরুণদের চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরিদাতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ বেকারত্বের বৃত্ত ভাঙতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার ইলিয়াস হোসেন বলেন, “প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে তরুণরা জলবায়ু-সংবেদনশীল উদ্যোক্তা দক্ষতা অর্জন করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশগত ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।”

অংশগ্রহণকারী তরুণ মুনতাসির মাহমুদ বলেন, “সবুজ উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। আজকের সভা আমাকে সেই পথ দেখিয়েছে।”

সভায় সবুজ ও টেকসই ব্যবসার ধারণা, উদ্যোগ গ্রহণের প্রাথমিক ধাপ, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায় অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যবহারিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং গণিত বিভাগের প্রভাষক জেসমিন আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আরিফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস ছালাম এবং ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে কলেজের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম,

কামরুজ্জামান, ফিদা হাসান, আব্দুল কুদ্দুস, ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টুসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও এইচএসসি ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গভর্নিং বডির সভাপতি আনোয়ার হোসেন কলেজে পৌঁছালে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ শিক্ষকরা ফুলেল শুভেচ্ছায় তাদের বরণ করে নেন।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন তার বক্তব্যে বলেন, বিগত সময়ে কলেজটি বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রধান অতিথি ও গভর্নিং বডির সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলে তোমরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব।”

তিনি শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কলেজের উন্নয়নে কম্পিউটার ল্যাব, সীমানা প্রাচীরসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত।
অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের ফাইল, কলম ও স্কেল উপহার দেওয়া হয়।

পরে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন নতুন একতলা একাডেমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন আলমগীর হোসেন।

[redacted]

[redacted]

ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব

মেহেরপুরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শিকড়ের বন্ধন ও সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় করতে মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ঢাকায় বসবাসরত প্রায় পাঁচ শতাধিক মেহেরপুরবাসী অংশ নেন। উৎসবমুখর পরিবেশে তারা আম, চিড়া, দইসহ বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন ফলের স্বাদ উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক গণি উল আজম, বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মিল্টন হোসেন এবং মুন্সীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদ আহসান সাইক্লোন।

অনুষ্ঠানে আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম ঈমন বলেন, “এই ঢাকা শহরে এককভাবে আমাদের কেউ চেনে না। কিন্তু যখন আমরা একটি ছাদের নিচে সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হই, তখন শিকড়ের টান অনুভব করি, মনে পড়ে আমাদের প্রিয় মেহেরপুরের কথা। এই উৎসবের ধারাবাহিকতা আমরা ভবিষ্যতেও বজায় রাখব।”

আয়োজক টিমের সমন্বয়ক সাঈদুর রহমান বলেন, “আম-দই-চিড়া খাওয়া সহজ, কিন্তু এমন একটি আয়োজন সফল করা অনেক কঠিন। একটি দক্ষ টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শ্রম, মেধা ও আন্তরিকতার ফলেই এই আয়োজন সফল হয়েছে। এজন্য মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এ ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট দীপা রানাইদ। তিনি বলেন, “সত্যিই আমি অভিভূত। কল্পনাও করিনি এত প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। বাবা- মাসহ পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলাম। সবাই মিলে দারুণ সময় কাটিয়েছি।”

ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব ঘিরে দিনভর ছিল মিলনমেলা, আড্ডা, স্মৃতিচারণ এবং আন্তরিকতার আবহ। আয়োজকদের মতে, প্রবাসে থেকেও মেহেরপুরের মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে রাখার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

দলীয় কোন্দলের বলি শতবর্ষী মহররম মেলা

মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রামের শতবছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা এবার দলীয় কোন্দলের বলি হয়েছে। দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে চরম স্থবিরতা। ঐতিহ্যবাহী এই মিলনমেলা বন্ধের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বিভেদ ও সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করছেন সচেতন এলাকাবাসী।

স্থানীয় দর্শনার্থী আলামিন হোসেন জানান, কুতুবপুরের মেলা কেবল কেনাবেচার স্থান নয়, বরং অত্র অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম। শতবর্ষ আগে কৃষিভিত্তিক এই জনপদে পণ্য বিনিময় ও বিনোদনের জন্য মেলাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এটি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি অনন্য উৎসবে পরিণত হয়। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আমেজ ম্লান হয়ে গেছে দলীয় কোন্দলের কারণে।

মেলার খবরে রাজশাহী, নাটোর, লালপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মেলা বন্ধের খবর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েন তারা। ব্যবসায়ী ছলেমান হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, “মেলাকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ পণ্য তুলেছিলাম। মেলা না হওয়ায় সেগুলো বিক্রি হচ্ছে না, সব ব্যবসায়ীই এখন বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।” অনেকে লোকসানের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করে এলাকা ত্যাগ করলেও, কেউ কেউ এখনো মেলার আশায় দোকান নিয়ে বসে আছেন।

প্রতিবছর এই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এবছর মেলার খবর না জেনে বিকেল গড়ালেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ শিশুসন্তানদের নিয়ে ছুটে আসছেন। মেলার প্রাণচাঞ্চল্য না দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। দর্শনার্থী পারভেজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “বছরের এই একটি দিনের অপেক্ষায় থাকি আমরা। মেলা অনুষ্ঠিত না হওয়া পুরো গ্রামবাসীর ব্যর্থতা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের শতবছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”
ব্যবসায়ী রুবেল হোসেন জানান, নাগরদোলা থেকে শুরু করে খাবার,

শিশুদের খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান—সব মিলিয়ে মেলাটি জমজমাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবকিছুই এখন ম্লান।

এই সংকটের উত্তরণ চেয়ে স্থানীয় সচেতন নাগরিক জুয়েল রানা বলেন, “ঐতিহ্য কোনো দলের নয়, এটি জনগণের সম্পদ। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে সকল প্রকার দলীয় কোন্দল ও বিভেদ কাটিয়ে মেলা কমিটি সম্মিলিতভাবে মেলার আয়োজন করবে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যেন এই ঐতিহ্য পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এটিই আমাদের দাবি।”

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলে অদূর ভবিষ্যতে কুতুবপুর মেলা তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে।

পূর্বশত্রুতার জেরে মেহেরপুরে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে আব্দুল হালিমের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রাম থেকে ৪০-৫০টি মোটরসাইকেলে করে প্রায় ১০০ জন লোক রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে আসে। তারা প্রথমে বাড়ির চারপাশের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরে মূল ফটকের তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ভাঙচুর করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা ঘরে থাকা দুটি স্টিলের আলমারির তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের

ভয়ভীতি দেখায়।

ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম জানান, তাঁর মায়ের ৩৩ শতক জমি উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টনের কথা ছিল। ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁরা নিজেদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শরিকদের কাছে দাবি করেন। কিন্তু জমি বুঝিয়ে না দিয়ে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।

তিনি আরও বলেন, এর আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল। তাঁর ভাই সেলিম রেজা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানেও তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আব্দুল হালিমের দাবি, সম্প্রতি তাঁর প্রবাসী ছেলে দেশে ফেরার পর সকালে প্রতিপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এরই জেরে পরিকল্পিতভাবে সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলাকারীরা নগদ প্রায় ৫ লাখ টাকা, প্রায় ৮ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার এবং বাড়ির বিভিন্ন মালামাল লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। এতে তাঁর প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে নোটিশ ছাড়া নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর পৌরসভার ওয়াপদা রোড এলাকায় নোটিশ ছাড়াই নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ও নির্মাণসামগ্রী ভাঙচুর এবং ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্ত্রী মোছা. ডলি আজাদী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

লিখিত অভিযোগে ডলি আজাদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ বা মৌখিক অবহিতকরণ ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে তার নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। এছাড়া সেখানে রাখা ইট ও বালু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

তার দাবি, এ ঘটনায় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ডলি আজাদী অভিযোগ করেন, “আমাকে কোনো ধরনের লিখিত বা মৌখিক নোটিশ না দিয়েই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আমাদের নির্মাণাধীন বাড়ির আশপাশে থাকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও অন্যান্য দোকানপাটের সামনেও একইভাবে জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও টাইলসও বসানো রয়েছে। অথচ শুধুমাত্র আমাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা অন্যায়।”

এবিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, “হাইওয়ের সরকারি জমির ওপর কংক্রিটের কাজ ও সেফটি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। হাইওয়েতে যান চলাচলের স্বার্থে সেখানে রাখা ইট ও বালুসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হয়েছে।”